দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন্ পদমর্যাদা সম্পন্ন?

সভা-সমিতি, পথেঘাটে, মাঠে-ময়দানে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে সরকার ও বিরোধীদলীয় নেতানেত্রীদের বক্তব্যে কাকতালীয়ভাবে একটি জায়গায় মিল রয়েছে, তারা সবাই সুললিত কণ্ঠে একটি কথাই গর্বের সাথে উচ্চারণ করে থাকেন; আর তা হলো- 'শিক্ষকরা জাতি গঠক, জাতির কারিগর, জাতির বিবেক', আরো কত কি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই জাতি গঠক ও জাতির কারিগরদের সামাজিক অবস্থান সকলের কাছে আজ উপহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ চরম বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। তারা দ্বিতীয় শ্রেণী না তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এর সুরাহা এখনও হয়নি। তারা বেতন পান দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার, আর লিখতে হয় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী- এই হলো জাতির কারিগরদের করুণ সামাজিক অবস্থান। পূর্বে একসময় থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ইনস্ট্রাক-টররা মর্যাদার দিক থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে এক গ্রেড নিচে ছিলেন। অথচ আজ তারা ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা। কিন্তু কপালপোড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং পদমর্যাদার অবনতিই ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। প্রায় এক যুগ সময় পার হয়ে গেলেও আজও সে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। অধিকন্তু শিক্ষকদের প্রাণের দাবি ১ম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান না করায় মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষকতা পেশায় মোটেই আসতে চাচ্ছে না। হতভাগা শিক্ষকদের শুধুমাত্র 'জাতি গঠক, জাতির কারিগর, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান'- এজাতীয় মুখরোচক অর্থহীন বিশেষণে ভূষিত হতে হতে প্রায় বেহাল অবস্থা। তাই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, আর বিশেষণে ভূষিত নয়, বাস্তব পদক্ষেপ নিন। দ্বিতীয় শ্রেণীর (স্থগিত) গেজেটেড পদমর্যাদা থেকে প্রত্যাহার করে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে ঘোষণা করে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমাজ ও জাতির উপহাসের পাত্র হতে রক্ষা করুন।

মোঃ জহির আলী, সহ-শিক্ষক
শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়